দৈনিক খবর

তারিখ 26 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

05

অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে চাই সম্মিলিত প্রয়াস —রাষ্ট্রপতি

বরিশাল, ২৫শে অক্টোবর (বাসস)।– রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গড়ার লক্ষ্যে সারাদেশে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে অশিক্ষার অন্ধকার দূরে সহায়তা করার

শেষ পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে

অশিক্ষার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য শিক্ষক–ছাত্র ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রয়াসের আহবান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি আজ এখানে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তিন দিনব্যাপী শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছিলেন। বিপুলসংখ্যক প্রাক্তন ও নতুন ছাত্র স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ইউনুস খান, সেচ ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান শহীদুল হক জামাল এমপি, মুজিবুর রহমান সারোয়ার এমপি, সেলিমা রহমান এমপি, রওশন আরা হেনা এমপি এবং কলেজ ছাত্র সংসদের সহ–সভাপতি ইমাম জাহান সিকদার।

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বি ডি হাবিবুল্লাহ ও অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ারুল হক কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করেন।

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গণশিক্ষা কর্মসূচীসহ কতিপয় বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপের সূচনা করেছেন। রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বলেন, বর্তমান সরকার বেকারত্বের পর্যায় হ্রাস ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন সুনিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নজিরবিহীন উন্নয়ন ও ঐতিহ্যগত ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বলেন, শত শত ছাত্র, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ী কলেজটিকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের নিরলস সেবা প্রদান করেছেন। তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের কথাও স্মরণ করেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বি এম কলেজকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বরিশাল বিভাগীয় সদর এখন এখানে স্থাপিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত বাবু অশ্বিনী কুমার দত্তের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মহান সমাজ কর্মী বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৯ সালে তাঁর পিতা বাবু ব্রজমোহন দত্তের নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, পরবর্তীতে শিক্ষার মানের জন্য কলেজটিকে বাংলার অক্সফোর্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বৃটিশ আমলে বরিশালের স্বায়ত্তশাসনের জন্য নেতৃত্বদানকারী মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ, বিহারী লাল ও ব্যারিষ্টার পি এল রায়ের মত পরলোকগত অশ্বিনী কুমার দত্তের সমসাময়িকদের অবদানের কথাও স্মরণ করেন। তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকার জন্য পরলোকগত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নামও উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, কবি মুকুন্দ দাস, কবি মোজাম্মেল হক, কবি কামিনী রায়, কবি জীবনানন্দ দাস, কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও কবি আহসান হাবীবের মত বরিশালের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, মরহুম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হচ্ছেন আমাদের জাতীয় গৌরব।

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।